بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)- এর নারী সাহাবীদের বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা এবং শহীদদের পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১২ এপ্রিল, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

রমযানের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল, যাতে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। আজও আমি সেই ধারাবাহিকতায় উহুদের যুদ্ধের অব্যবহিত পরের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো।

রেওয়ায়েতে আছে, উহুদের যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার সময় হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর 'মা' মহানবী (সা.)-এর নিকটে আসলে সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, হুযূর! ইনি আমার মা। তখন মহানবী (সা.) ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) নিজের ঘোড়া থামান এবং বলেন, তোমার মাকে অভিবাদন জানাও। সা'দ (রা.)'র মা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন, কেননা তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল। এসময় মহানবী (সা.) তাকে তাঁর পুত্র উমর বিন মুআযের শাহাদতের সংবাদ প্রদান করলে সেই মহিলা সাহাবী (রা.) বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! যখন আপনি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন তখন আমার সকল কষ্ট বা বিপদ দূর হয়ে গেছে।' মহানবী (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে উম্মে সা'দ! তোমাকে এবং বাকী সব শহীদের পরিবারকে এই সুসংবাদ দিচ্ছি যে, যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সবাই জান্নাতে একত্রে আছেন এবং সবাই নিজেদের পরিবারের সদস্যদের জন্য খোদা তা'লার সমীপে শাফায়াত ও সুপারিশ করেছেন।" উম্মে সা'দ (রা.) বলেন, 'এই সুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট এবং অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং এমন কে আছে যে এরপরেও কান্না করতে পারে!' এরপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন তিনি (সা.) যেন সকল শহীদ পরিবারের জন্যে

দোয়া করেন। তখন মহানবী (সা.) এই দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্! তুমি তাদের হৃদয়ের দুঃখ-কষ্ট নির্মূল দাও আর তাদের বিপদাপদ দূর করে দাও এবং শহীদদের উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের উত্তম স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দাও।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'সেই মহিলা সাহাবী যার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন পুত্র শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি কতটা সাহসিকতার সাথে বলেন, মহানবী (সা.) আপনি যেহেতু সুস্থ্য আছেন তাই আমি আমার পুত্রের মৃত্যুর বেদনা ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি। আমার সন্তানের মৃতুবেদনা আমাকে আর কি খাবে? আমি নিজেই সেই বেদনা ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি। আমার তো আপনাকে নিয়ে চিন্তা ছিল। স্বামী, সন্তান, ভাই ও পিতাকে হারানোর বেদনা আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি তো শুধু আপনাকে হারানোর ভয়ে চিন্তিত ছিলাম। আমার সন্তানের মৃত্যুবেদনা আমার মৃত্যুর কারণ হবে না বরং মহানবী (সা.)-এর জন্য সে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এই চিন্তা আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে।' হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আনসারের জন্য দোয়া করতে গিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, 'হে আনসার! আমার প্রাণ তোমাদের জন্য উৎসর্গিত, তোমরা কতই না পূণ্য অর্জন করেছ।'

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আহমদী নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এরাই সেসব মহিলা সাহাবী, যারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছেন এবং যাদের সম্পর্কেআজ মুসলমানেরা গর্ব করেন। আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার দাবী করি। তিনি (আ.) হলেন মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি সদৃশ। তাঁর অনুসারীরাও মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের প্রতিচ্ছবি। অতএব, তোমরা আমাকে বলো যে, তোমাদের মাঝেও কি ধর্মসেবার সেই প্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে যা সেসব মহিলা সাহাবীদের মাঝে ছিল?'

এসব ঘটনা এমন যে, এগুলো বার বার বিভিন্ন আঙ্গিকে শ্রবণ করলে নিজেদের মাঝে এক অনন্য ঈমানী অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং গভীর অনুপ্রেরণা জাগ্রত হয়। উহুদের যুদ্ধ শেষে যখন মহানবী (সা.) যখন মদীনায় ফেরত আসেন তখন মুনাফিক ও ইহুদীরা মুসলমানদের নিয়ে হাসি-বিদ্রুপ করতে শুরু করে এবং বলে যে, আজ পর্যন্ত অন্য কোনো নবী এত ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি যতটা মহানবী (সা.) হয়েছেন। তারা আরও বলে, যারা শহীদ হয়েছে যদি তারা আমাদের সাথে থাকতো তাহলে মারা যেত না। এসব কথা শুনে হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসব মুনাফিককে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু দয়ার সাগর মহানবী (সা.) বলেন, তারা কি এই সাক্ষী দেয় না যে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসুল"? অর্থাৎ তারা কি কলেমা পাঠ করে না? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, কেন নয়! 'এরা তরবারির ভয়ে কলেমা পাঠ করলেও কপটতাপূর্ণ কথা বলে বেড়ায়।' আজ তাদের হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ পেয়ে গেছে, তাই তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ পাঠ করে, আল্লাহ্ তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।"

'মহানবী (সা.)-এর এই বক্তব্য বর্তমান সময়ের নামধারী আলেমদের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট, যারা আহমদীদের ব্যাপারে এই ফতওয়া দিয়ে বেড়ায় যে, আহমদীদের হত্যা করা বৈধ। অথচ আহমদীদের মাঝে লেশমাত্র কপটতার বৈশিষ্ট্যও নেই। আজ এসব নামসর্বস্ব আলেমরাই ইসলামের দুর্নাম করছে।'

হযরত উকবা বিন আমের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের আট বছর পর শহীদদের জানাযা পড়েছেন। (জীবিত এবং মৃ তদেরকে বিদায় জানানোর মতো করে)। নামাযের পর মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি (সা.) বলেন, "(কিয়ামতের দিন) আমি তোমাদের সম্মুখ সারিতে থাকবো এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী দেব। তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার স্থান হলো হওযে (কাউসার) আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে

তা দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের ব্যাপারে আমার এই ভয় নেই যে, তোমরা শিরক করবে কিন্তু তোমাদের বিষয়ে আমার পার্থিবতার ভয় আছে যে, এর জন্য তোমরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।" হুযূর (আই.) বলেন, 'পরবর্তী ঘটনাক্রম প্রমাণ করেছে যে, মহানবী (সা.)-এর এই ভয় কতটা সঠিক ছিল।'

মহানবী (সা.) বলেছেন, "যখনই আমার উহুদের শহীদদের কথা স্মরণ হয়, খোদার কসম! তখনই আমার ইচ্ছে হয়, হায়! আমি যদি সেই পাহাড়ের গিরিপথে থেকে যেতাম অর্থাৎ তাদের সাথে যদি শহীদ হয়ে যেতাম।" মহানবী (সা.) যখনই উহুদের যুদ্ধের শহীদদের কবর যিয়ারত করতে যেতেন তখন এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয় আমি তোমার নবী ও বান্দা এই সাক্ষী দিচ্ছি যে, এই সমাহিতগণ শহীদ। যারা তাদের কবর যিয়ারত করবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সালাম প্রেরণ করবে তারা (অর্থাৎ শহীদগণ) এই সালামের উত্তর দিবেন।" মহানবী (সা.) এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) তাঁদের নিজ নিজ খিলাফতকালে প্রতি বছরের শুরুতে উহুদের যুদ্ধের শহীদদের কবর যিয়ারত করতে যেতেন।

রেওয়ায়েতে আছে হযরত বিশর (রা.)-এর পিতা হযরত আকরাবা (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি তার পিতার জন্য কান্না করছিলেন এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, "কান্না বন্ধ করো, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, আমি তোমার বাবা ও আয়েশা তোমার মা হয়ে যাবো।" বিশর (রা.) বলেন, কেন নয়! এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কি হতে পারে। এরপর তিনি (সা.) তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। যখন বিশর (রা.) বৃদ্ধ হন তখন তার মাথার সব চুল পেকে গেলেও যে অংশে মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাত স্পর্শ করেছিলেন সেই অংশের চুলগুলো কালোই ছিল। বিশর (রা.)'র মুখে জড়তা ছিল। তিনি (সা.) তাঁর মুখে ফু দেয়ায় বা দম করার ফলে সেই জড়তাও দূর হয়ে গিয়েছিল।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর একটি দুঃখজনক ঘটনা রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, হে জাবের! কি ব্যাপার তোমার মন খারাপ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা এমতাবস্থায় উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন যে, তিনি ছিলেন ঋণগ্রস্তএবং সন্তান-সন্ততিও রেখে গেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাকে সেই বিষয়ের সুসংবাদ দেব না যা আল্লাহ্ তোমার পিতার সাথে সাক্ষাতে করেছেন? আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! অবশ্যই দিন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ পর্দার আড়াল ছাড়া কারও সাথে কথা বলেন না। কিন্তু শাহাদতের পর আল্লাহ্ তোমার পিতাকে জীবিত করেন এবং তার সাথে মুখোমুখি হয়ে কথা বলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, "হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেবো।" সে বলে, "হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে আবার জীবন ফিরিয়ে দাও যাতে আমি আবার তোমার পথে শহীদ হতে পারি।"

আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, এই সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, "হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি নি। তাই আমি চাই তুমি আমাকে আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠাও যাতে আমি তোমার নবী (সা.)-এর সাথে থেকে আবার তোমার পথে যুদ্ধ করতে পারি এবং তোমার পথে আবার শহীদ হতে পারি।" তখন আল্লাহ্ বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যারা একবার মারা যাবে তাদেরকে আর পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) তখন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে মিনতি করেন, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার পেছনে যারা আছে তাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, "ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলূ ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াতান বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকূন" (সূরা আলে ইমরান: ১৭০) অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে আদৌ মৃত মনে কোরো না বরং তারা

জীবিত আর তাদেরকে তাদের প্রভুর সন্নিধান থেকে রিয্ক প্রদান করা হয়।

স্মৃতিচারণের এই ধারা আগামীতেও চলমান থাকবে। ফিলিস্তিন এবং বিশ্ব-পৃথিবীর অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। ইয়েমেনের কতিপয় আহমদী সদস্য খোদার পথে কারাবন্দি ছিলেন, কয়েকজন মুক্তি পেয়েছেন। যারা এখনও বন্দী আছেন তাদের অতি দ্রুত মুক্তি লাভের জন্য দোয়া করুন।' সেখানকার একজন লাজনাও বন্দি অবস্থায় আছেন তার জন্যও দোয়ার অনুরোধ করুন যেন তারও দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যায়।

খুতবার শেষ পর্যায়ে হুযূর (আই.) দু'জন প্রয়াত আহমদীর স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযান্তে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। প্রথমে মোকাররম মুস্তফা আহমদ খান সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সর্বকনিষ্ঠ দৌহিত্র ছিলেন। দ্বিতীয়ত মোকাররম ডাক্তার মীর দাউদ আহমদ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন যিনি আমেরিকা জামাতের প্রারম্ভিক সদস্যদের একজন ছিলেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রয়াত সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) *12 April 2024* *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission .....................*P.O*........................ *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in